IslamHouse.com

রাসূলের মহব্বতকারী নাকি তাঁর শত্রু ?

* * *

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ‎+٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: ‎+٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

أحباء الرسول أم أعداؤه؟

(باللغة البنغالية)

علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

বাংলাদেশে একটি বিভ্রান্ত গোষ্ঠী নবীপ্রেমের জিগির তুলে হাজার হাজার মানুষের ঈমান হরণ করছে। নিজেদের আশেকে রাসূল দাবি করে মুসলিমদের নিয়োজিত করছে বিদ‘আত ও শির্কের মতো আত্মঘাতী কাজে। এ নিবন্ধে সাম্প্রতিক কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে এবং তাদের ব্যাপারে সকল ঈমানদারকে সতর্ক করা হয়েছে।

1

রাসূলের মহব্বতকারী নাকি তাঁর শত্রু?

একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন নিত্যনতুন বাদ-মতবাদের আঘাত একেরপর এক আছড়ে পড়ছে ইসলামের কূলে, তখন ভ্রান্ত বিদআতী গোষ্ঠী নতুন করে মাঠে নেমেছে মানুষের ঈমান হরণে। সময়ের দাবি হয়ে পড়েছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুসলিম ভাই-বোনদের রক্ষা করা। বিষয়টি মাথায় রেখে ভাবলাম স্বতন্ত্র একটি ছোট্ট হলেও নিবন্ধ লেখা

2

যায় কি না। বলাবাহুল্য সে ক্ষুদ্র প্রয়াসই এই লেখা।

যুগে যুগে মানুষের
ঈমানহরণে এমন বহু চেষ্টা হয়েছে। কোনোকালেই এ চেষ্টা থেমে ছিল না। আজও থেমে
নেই। বরং নিত্যনতুন
প্রযুক্তি ও মিডিয়ার
বদৌলতে তাদের প্রচারে যেন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ১২
রবিউল আউয়ালকে
সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন
বানাতে হালুয়া-রুটি আর
ওরসের মান্নতি মহিষের গোশত খাওয়া মুসলিম ভাইদের কী উৎকট চেষ্টা! আরে ভাই,

3

দাওয়াত দেয়, তখনও এই সর্বভুক অর্থগৃধ্নুরা বানোয়াট মিলাদ নিয়ে ব্যস্ত!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের যুগে যা ছিল না তাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করলে হয় বিদ‘আত। মিলাদ, কিয়াম ও হালুয়া- রুটির মুহাব্বত প্রদর্শনী সে উত্তম যুগে ছিল না বলে তা শুধু বিদ‘আতই নয়; এসবের সঙ্গে নবীকে হাযির-নাযির মনে করা ছাড়াও বেশ কিছু শির্কী চেতনা জড়িয়ে আছে।

6

আলেম না হয়ে আলেমের বেশ ধরা কিছু আশেকে জিলাপীর রাগ তাই আমাদের ওপর। আমরা যাই করি তা বিদ‘আত! গাড়ি- বিমানে ওঠা বিদ‘আত! উপায়ান্তর হয়ে প্রতিবাদের প্রচলিত পদ্ধতি লং...মার্চ করাও বিদ‘আত!

এই পেটুক দালালচক্রকে কে প্রশ্ন করবে বিদ‘আতের সংজ্ঞা কী? গাড়ি-বিমানে আরোহণকে কোনো পাগলও কি ইবাদত ভাবে? বিদ‘আতের সংজ্ঞা বলবে কোত্থেকে এরা দালালি সংবাদ সম্মেলনের ব্যানারে নিজেদের নাম ও

7

হাজার মানুষের ঈমান নষ্ট করার পর এখন চিরনিন্দিত ও অভিশপ্ত ‘দরবারি আলেম’ সেজে রাষ্ট্রের কাঁধে ভর করেছে।

বিদ‘আতীদের সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম অনেক বলেছেন এবং লিখেছেন। এবার সাধারণ জনগণের সামনে পরিষ্কার হয়েছে এরা কতটা পেটপূজারী? এরা নবীর কেমন আশেক

1

! যে

1

‘এশক’ শব্দটির অর্থ প্রেম। আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে তা একান্ত বেমানান। কারণ, এটি বিপরীত লিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। তাই তো দেখি কেউ মাকে বলে না ‘মা আমি 9

নবীর সম্মানে আঘাত নিয়েও
নিজেদের পার্থিব
স্বার্থসিদ্ধির ধান্দায়
ব্যস্ত থাকে! চট্টগ্রামের লাল দীঘির ময়দানে দেশের
সর্বশ্রেণির উলামায়ে
কিরাম যখন মুরতাদ-নাস্তিক

তোমাকে ‘এশক’ করি’। বা মেয়ে বাবাকে বলে না, বাবা আমি তোমার সাথে প্রেম করি। তাহলে এসব বেকুবরা কীভাবে আল্লাহ বা তাঁর নবীর জন্য এ খারাপ শব্দটি ব্যবহার করে?। সম্ভবত আমাদের লেখক এখানে তাদের মুখে প্রচলিত হওয়ায় তা বর্ণনার জন্যই শব্দটি নিয়ে এসেছেন। নতুবা লেখক নিজে এ শব্দটি ব্যবহারে পক্ষে নয়। [সম্পাদক]
10

বিরোধী আন্দোলন করছেন তখন তার বিপরীতে চট্টগ্রাম মুসলিম হলে বিদ‘আতীরা তাদের বিরুদ্ধে মিটিং করছে। ঢাকার নির্ভেজাল ভণ্ড পীরের দরবার থেকে নাস্তিকদের শাস্তির দাবিতে আহুত লংমার্চের বিরুদ্ধে হুংকার দেওয়া হয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, এরা নিজেদের ‘হক্কানী আলেম’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে কোটি কোটি মুসলিম ও দেশের সকল আলেমকে নসীহতও করেছে। দেশের

11

শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামাকেও বেদম নসিহত খয়রাত করেছে। বাম-রামদের সুমতি ফিরতে শুরু করেছে কিন্তু এদের সুমতির কোনো লক্ষণ দেখছি না!

গুটিকয় নির্ভেজাল
পেটপূজারী ভণ্ড আর
জনবিচ্ছিন্ন নষ্ট বামরা
ছাড়া পুরো বাংলাদেশের
ধর্মপ্রাণ মানুষ আজ এক
মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে।
দলকানারা ছাড়া লীগ, বিএনপি, জামাত, জাতীয় ও কল্যাণ পার্টি এবং বিকল্পধারা থেকে নিয়ে কেউ

12

বাদ নেই। ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ পড়া হেন কোনো মানুষ নেই যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবীর শানে বেয়াদবিকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমর্থক নন। অথচ এই আশেকে জিলাপী, গোলামে হালুয়া-রুটিরা নিজেদের সু্ন্নি বলে নবীর শত্রুদের দালালি করেছে। কষ্টে মরে যেতে ইচ্ছে করে, যারা নিজের আরবী নামটিও শুদ্ধ আরবীতে লিখতে বা বলতে পারে না আজকাল মিডিয়ার বদৌলতে তারাও ‘আল্লামা’ হয়ে যাচ্ছে।
13

বাংলাদেশে ইসলামের জন্য
দরদী এত দল গোষ্ঠী আছে তা জানা ছিল না। জানতাম বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকায় বিশাল একটি গোষ্ঠী আছে যারা হালুয়া-রুটির মিলাদ আর গরু-মহিষ খাওয়ার ওরস

2কেই নিজেদের ঈমান-

2 ওরস শব্দের অর্থ বিয়ে অনুষ্ঠান। তারা মনে করে যে এ দিন (মৃত্যু দিবস) তাদের তথাকথিত পীর বাবা!র বিয়ে হয়েছে। সে বিয়ে তারা কার সাথে দিয়েছে? আল্লাহর সাথে! না‘উযুবিল্লাহ। যদি তা না হয়, তাহলে কিসের বিয়ে অনুষ্ঠান? তাদের কাছে ব্যাপারটির কোনো সদুত্তর নেই। এ শব্দটি তার 14

আকীদা, রাসূলের উম্মত, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা লালন ও প্রকাশের একমাত্র কর্তব্য মানতো। যতোই প্রমাণিত শরীয়তবিরুদ্ধ আর অযৌক্তিক হোক তাদের মৌসুমী ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাদের সবাইকে সরাসরি জাহান্নামে পাঠাতে ‘কাফের’ বলে ফাতওয়া দিত।

অনুষ্ঠানের মতই গর্হিত ও নিষিদ্ধ। সম্ভবত আমাদের লেখক তাদের কাছে বিষয়টি প্রচলিত থাকায় তা নিয়ে বর্ণনা করেছেন, নতুবা তিনি এতে বিশ্বাসী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। [সম্পাদক]
15

অরাজনৈতিক ধর্মীয় স্রোতের বিপক্ষে। নিত্যনতুন দল আর
ব্যানারে তারা জাতিকে
বিভ্রান্ত করার এজেন্ডায়
মিডিয়ার সামনে এসেছে।
তাদেরকে বাইরের আলোয় এনে জাতির সামনে তাদের মুখোশ
উন্মোচনের সুযোগ সৃষ্টি
করে দেওয়ায় ইস্যুটিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

দেশের মানুষ কিংবা মিডিয়া কি কখনো নামগুলো শুনেছে? - বাংলাদেশ ইমাম-উলামা
সমন্বয় ঐক্য পরিষদ,
বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামি
জোট, ইসলামি ফ্রন্ট,

17

নীতি-বিবেক না থাকলেও অনেকের লজ্জাটুকু থাকে, এদের তাও নেই। কয়েকদিন আগে বাইতুল মুকাররমের সামনে থেকে মোবাইলে ধারণ করা একটি ছবি দেখলাম। সেখানে একটি এমনই দলের বিশাল সমাবেশের চিত্র দেখে আমার মনে হলো এদের অন্তত লজ্জা থাকলেও মাঠে নামত না। না দেখলে কারও বিশ্বাস হবে না হয়তো, ট্রাকে বানানো একটি মঞ্চে গলা ফাটিয়ে নাস্তিকবিরোধী আন্দোলনকে ‘ফেতনা’ আখ্যায়িত করে এর কাণ্ডারী আলেমের গ্রেফতার দাবিকারী বক্তার আশেপাশে 20

দ্বিতীয় কোনো কাকপক্ষীও নেই! আর যাদের সামনে তিনি হাত নাড়িয়ে কোমর দুলিয়ে
জোরালো বক্তব্য দিচ্ছেন
সেই বিশাল জনসমাগমেও শ্রোতা কেবলই একজন! তাকে আবার শ্রোতা জ্ঞানে ভুল বুঝবেন না, তিনি মূলত ওই মাইকের মালিক বা অপারেটর।

সেদিন এক সহকর্মীর কম্পিউটারে মজার এক ভিডিও
ক্লিপ দেখলাম। দিগন্ত
টিভির সেই ক্লিপটি যে কেউ
দেখতে পাবেন ফেসবুকে।
বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামি জোটের নেতা সাংবাদিকদের

21

বক্তব্যে বিনোদনের কিছু খোরাক অবশ্যই পাবেন।

আশেকে জিলাপী সুন্নীদের কথা না বললেও অনুচিত হবে। সারা বছর সব অনুষঙ্গে যেখানে একজন নবীপ্রেমিকের অনুগামী হবার কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যেমন, আদেশ করা হয়েছে কুরআন এবং হাদীসের ভাণ্ডারে) সেখানে তাদের নবী প্রেমের নমুনা দেখা যায় কেবলই বিভ্রান্তচিন্তার মিলাদে। নবী নাকি হাযির হন তাদের মিলাদে! অথচ যেমনটি আমরা

23

[redacted] [redacted], [redacted] [redacted][3] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted]

[3] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted

যেমন নিজেদেরকে একমাত্র
স্বর্গের হকদার এবং
আল্লাহর মনোনীত মনে করে, তারাও তেমনি মাজার পূজা না করায় বিপক্ষ সব গোষ্ঠী, দল, দেশ এমনকি সৌদি আরবের সকল আলেম ও সরকারকেও বিভ্রান্ত কিংবা একধাপ এগিয়ে কেউ ‘কাফের’ বলেও আখ্যায়িত করে! আর নিজেদেরকে মনে করে
একমাত্র সহীহ এবং
জান্নাতের আদি
উত্তরাধিকারী।

গত বছর দুয়েক আগে একটি দেওয়াল লিখন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লাল সবুজ

25

কিভাবে ভালোবাসতে হবে সে ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও তা ব্যাখ্যা করেন না।

মুসলিম মাত্রেই আমরা জানি আল্লাহর প্রিয় রাসূলকে ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। রাসূলকে ভালো না বেসে কেউ মুমিনই হতে পারে না। যেমন আনাস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেন,

28

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَـدُكُمْ، حَتَّى أَكُـونَ أَحَبَّ إِلَيْـــهِ مِنْ وَالِــــدِهِ وَوَلَــــدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“তোমাদের কেউ সে পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যাবৎ আমি তার প্রিয় হই নিজ পিতামাতা, সন্তান-সন্তুতি এবং সকল মানুষের চেয়ে।”[4]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু জীবিত নেই তাই তাঁর ভালোবাসা প্রমাণের সবচে বড় উপায় প্রতিটি মুহূর্তে এবং কর্মকাণ্ডে তাঁর পদাঙ্ক

---

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪।

29

অনুসরণ করতে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿ قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ
فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ
ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣١
قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن
تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢
﴾ [آل عمران: ٣١، ٣٢]

“বল, ‘যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

31

[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২]

আরেক জায়গায় আল্লাহ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল যা করেছেন তা করতে এবং তিনি যা বারণ করেছেন তা না করতে। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧﴾ [الحشر: ٧]

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও এবং

32

আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

হে আল্লাহ, হিদায়াত দিন অন্যথায় আপনিই এদের ব্যাপারে ফয়সালা নিন। আর এদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন এদেশের লাখ-কোটি মুমিন-মুসলিমকে। আমীন!

33